(বাংলা) বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি করা যায়: যুদ্ধের একটি বিকল্প

World BEYOND War এর বই "A Global Security System: An Alternative to War" এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

এখানে আপনি আমাদের "A Global Security System: An Alternative to War (AGSS)" বইয়ের একটি সারাংশ পাবেন, যেখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, কীভাবে যুদ্ধের স্তম্ভগুলি ভাঙতে হবে যাতে সম্পূর্ণ যুদ্ধ ব্যবস্থার পতন ঘটানো যায়, এবং ইতিমধ্যে শান্তির যে ভিত্তি স্থাপনার কাজ শুরু করা হয়েছে, যার ওপরে আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলব যেখানে প্রত্যেকে নিরাপদে থাকবে। এজিএসএস -এ (AGSS) সকল যুদ্ধ অবসানের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ ব্লুপ্রিন্ট এবং কর্ম পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়েছে। তিনটি সাধারণ কৌশলের মাধ্যমে যুদ্ধ অবসানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং বিশ্বব্যাপী বিকল্প সুরক্ষা ব্যবস্থা (এজিএসএস) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে: ১) সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ; ২) সহিংসতা ছাড়াই বিরোধের নিষ্পত্তি, এবং ৩) শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা। এই তিনটি কৌশল আমাদের ব্লুপ্রিন্টের সাংগঠনিক উপাদান।

আমাদের বইয়ের এই সারসংক্ষেপটি তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পাঠ যারা যুদ্ধ নির্মূল করার ব্যাপারে কৌতূহলী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি আরও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য নীতি সংক্রান্ত সুপারিশ এবং নাগরিক পদক্ষেপের জন্যেও একটি অমূল্য সংস্থান। এখানে যে ধারণা, কৌশল এবং দিকনির্দেশক নীতিগুলির সাথে পরিচয় করানো হয়েছে, সেগুলি আমাদের বইয়ের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ফরম্যাটে (পিডিএফ, ই-বুক, প্রিন্ট) কেনা যাবে: www.worldbeyondwar.org/alternative.

বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি করা যায়: যুদ্ধের একটি বিকল্প

World BEYOND War এর "A Global Security System: An Alternative to War বইটির একটি সারাংশ"

worldbeyondwar.org/alternative

১.০ ভূমিকা

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এবং রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে সহিংসতা একটি অপরিহার্য উপাদান নয় - তার বিপুল সংখ্যক প্রত্যয়জনক প্রমাণের ভিত্তিতে, World BEYOND War দাবি করে যে যুদ্ধ নির্মূল করা সম্ভব। পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের বেশিরভাগ সময়টা আমরা যুদ্ধ ছাড়াই কাটিয়েছি এবং বেশিরভাগ মানুষ বেশিরভাগ সময় যুদ্ধ ছাড়াই বেঁচে আছে। প্রায় ১০,০০০ বছর আগে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল (হোমো সেপিয়েন্স হিসাবে আমাদের অস্তিত্বের মাত্র ৫% সময়) এবং তা একটা দুষ্ট চক্রের মতো শিকড় ছড়িয়েছে কারণ সামরিক রাষ্ট্রের আক্রমণের আশঙ্কায় তাদের অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছে; আর তাই সহিংসতার একটি চক্র শুরু হয়েছে যা চরমে গিয়ে গত ১০০ বছরে স্থায়ী যুদ্ধের (permawar) রূপ নিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র আরও বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠায় যুদ্ধ এখন সভ্যতা ধ্বংস করবে সেই ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। তবে, গত ১৫০ বছরে বিরোধ নিষ্পত্তির অহিংস পন্থা সম্পর্কে বৈপ্লবিক নতুন জ্ঞান এবং পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে যার ভিত্তিতে আমরা জোরের সাথে দাবি করতে পারি যে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর সময় এসেছে এবং আমরা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংগঠিত করে এটি করতে পারি।

এখানে আপনি আমাদের "A Global Security System: An Alternative to War (AGSS)"বইয়ের একটি সারাংশ পাবেন, যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে কীভাবে যুদ্ধের স্তম্ভগুলি ভাঙতে হবে যাতে সম্পূর্ণ যুদ্ধ ব্যবস্থার পতন ঘটানো যায়, এবং ইতিমধ্যে শান্তির যে ভিত্তি স্থাপনার কাজ শুরু করা হয়েছে, যার ওপরে আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলব যেখানে প্রত্যেকে নিরাপদে থাকবে। এজিএসএস -এ (AGSS) সকল যুদ্ধ অবসানের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ ব্লুপ্রিন্ট এবং কর্ম পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়েছে। তিনটি সাধারণ কৌশলের মাধ্যমে যুদ্ধ অবসানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং বিশ্বব্যাপী বিকল্প সুরক্ষা ব্যবস্থা (এজিএসএস) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে: ১) সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ; ২) সহিংসতা ছাড়াই বিরোধের নিষ্পত্তি, এবং ৩) শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা। এই তিনটি কৌশল আমাদের ব্লুপ্রিন্টের সাংগঠনিক উপাদান।

আমাদের বইয়ের এই সারসংক্ষেপটি তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পাঠ যারা যুদ্ধ নির্মূল করার ব্যাপারে কৌতূহলী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি আরও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য নীতি সংক্রান্ত সুপারিশ এবং নাগরিক পদক্ষেপের জন্যেও একটি অমূল্য সংস্থান। এখানে যে ধারণা, কৌশল এবং দিকনির্দেশক নীতিগুলির সাথে পরিচয় করানো হয়েছে, সেগুলি আমাদের বইয়ের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ফরম্যাটে (পিডিএফ, ই-বুক, প্রিন্ট) কেনা যাবে: www.worldbeyondwar.org/alternative.

এই বিষয়ে আরও বিশদে জানতে আমাদের ফ্রি, অনলাইন শিক্ষণের গাইড **"Study War No More,"** দেখুন যা এজিএসএসের (AGSS) সম্পর্কে জানার জন্য তৈরি করা হয়েছে। Global Campaign for Peace Education এর সহযোগিতায় রচিত এই গাইডটি নিজে শেখার জন্য অথবা ক্লাসরুমে (মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়) এবং কমিউনিটি গ্রুপের সাথে কথোপকথন এবং আলোচনার সহায়ক টুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। "Study War No More" এ প্রদর্শিত বিভিন্ন ভিডিও এই বইটিকে আরও প্রাণবন্ত করতে সাহায্য করবে। এই ভিডিওগুলি আমাদের "অধ্যয়ন ও কর্মসূচী পার্টনাররা" তৈরি করেছেন যার মধ্যে সেই সব বৈশ্বিক চিন্তাবিদ, কৌশলবিদ, শিক্ষাবিদ,

অ্যাডভোকেট এবং অ্যাক্টিভিস্টরা রয়েছেন যারা ইতিমধ্যে একটি বিশ্বব্যাপী বিকল্প সুরক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগুলির বিকাশে কাজ করছেন। আমাদের অনলাইন শিক্ষণের কমিউনিটি "Study War No More" এ যোগ দিতে এখানে যান: www.globalsecurity.worldbeyondwar.org।

২.০ একটি বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা কেন প্রয়োজন

আধুনিক ইতিহাসে যুদ্ধের এত বিশদ ও চিত্রবত বিবরণ দেয়া হয় যে আমরা ধরে নিয়েছি যুদ্ধ মানবতারই একটি বৈশিষ্ট্য। আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ মার্গারেট মিডের বিখ্যাত পর্যবেক্ষণ হল যুদ্ধ আমাদের জীনে নেই, এটি আসলে মানুষের একটা আবিষ্কার। যুদ্ধের জীনগত প্রবণতার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, শুধু তাই নয়, আমাদের শিকারি পূর্বপুরুষরা কখনও যুদ্ধ বাধানোর কাজে জড়িত ছিল এমন কোনও যুক্তিসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৯৮৬ সালে একদল বিজ্ঞানী স্পেনের সেভিল শহরে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ মানুষের সহজাত প্রকৃতি এই কল্পিত ধারণাটি যে ভুল তা অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তারা সহিংসতার বিষয়ে সেভিলে বিবৃতি দিয়েছিলেন[1] যা জৈবিক নির্ধারণবাদের এমন বহু অজুহাতের বিরোধিতা এবং খণ্ডন করে, যা প্রায়ই যুদ্ধ শুরু করার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মার্গারেট মিড যুক্তি দিয়েছেন যে যুদ্ধ সাংস্কৃতিকভাবে শেখা একটি আচরণ। তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে বলেছেন:

> *"যদি মানুষের যুদ্ধে যাওয়ার ধারণা থাকে এবং এই ধারণা থাকে যে আমাদের সমাজের মধ্যে সংজ্ঞায়িত কিছু পরিস্থিতি সামলানোর জন্য যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হবে, তবে তারা কখনও কখনও যুদ্ধ শুরু করতে পারে।"*
> *- মার্গারেট মিড*

যুদ্ধ যদি সত্যিই মানুষের আবিষ্কার হয় তবে আমরা সেক্ষেত্রে কী করতে পারি? যুদ্ধ আমাদের ভাবনাচিন্তার একটা অংশ এবং একে শিক্ষা এবং শহর চত্বরে সামরিক স্মৃতিস্তম্ভের মাধ্যমে সংস্কৃতিতে অমর করে তোলা হয়েছে। মিড যুক্তি দিয়েছেন যে অন্যান্য সামাজিক আবিষ্কার ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তবে তার জন্য দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে: ১) আমাদের অবশ্যই পুরানো আবিষ্কারের ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং ২) তার পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য নতুন আবিষ্কার করতে হবে।

প্রথম শর্তের ক্ষেত্রে আমরা যুদ্ধের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে বেশ ভালভাবেই জানি - আসলে, এর কোনও ইতিবাচক দিকই নেই। এর মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি সংক্ষেপে নীচে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় শর্তটি হল এজিএসএস এর মূল উদ্দেশ্য। আমরা যুদ্ধ ব্যবস্থার পরিবর্তে কী ব্যবহার করব? বর্তমানে কোন বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে যা বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য? এখনো কী বাকি রয়েছে যা কল্পনা করা উচিত? এবং, যখন আমরা যুদ্ধ ব্যবস্থার পরিবর্তে যে শান্তি ব্যবস্থা স্থাপন করব তার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাব তখন কীভাবে আমরা পুরানো থেকে নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাবো? এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমাদের কী জানতে হবে এবং কী কী দক্ষতার প্রয়োজন

---

1 সহিংসতার উপর সেভিল বিবৃতিটি এখানে পড়ুন: http://www.culture-of-peace.info/vita/2011/seville2011.pdf

হবে? আমরা কোন রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক কৌশল কাজে লাগাতে পারি? এই রূপান্তরে আমাদের ভূমিকা কী?

মার্গারেট মিড একটি তৃতীয় শর্তেরও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যা পুরানো উদ্ভাবনগুলির বিলুপ্তির জন্য পূরণ করতে হবে: আমাদের বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে সামাজিক উদ্ভাবন সম্ভব। যুদ্ধ ব্যবস্থা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি এই নৈরাশ্যবাদ কাটিয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়। ভবিষ্যৎবাদীরা এই বিষয়টি তুলে ধরতে অত্যন্ত ব্যগ্র থাকেন যে আমাদের পছন্দের বাস্তবতা কল্পনা এবং বাস্তবায়িত করা কঠিন যেখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা বর্তমান সম্ভাবনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বর্তমান ব্যবস্থাটি এতই অনমনীয় যে এটি নেতিবাচক ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত বলে মনে হয়। কী হওয়া সম্ভব সেই ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারাকে আকৃতি দেয় বিশ্ব সম্পর্কে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। সম্ভাব্য থেকে সরে পছন্দের ভবিষ্যৎ বাস্তবতায় যেতে গেলে আমাদের যুদ্ধ ব্যবস্থা ও সামরিকবাদের সেই মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত শৃঙ্খলগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে যা আমাদের চিন্তাভাবনার ভিত্তি। এই কাজে অগ্রণী শান্তি গবেষক কেনেথ বোল্ডিংয়ের এই উদ্দীপনামূলক উক্তি মনে রাখা প্রয়োজন: "যা কিছু বিদ্যমান তা সম্ভব" ("Whatever exists is possible")। যুদ্ধ অনিবার্য ভাবাই তাকে অনিবার্য করে; এটি একটি স্ব-পূরক ভবিষ্যদ্বাণী। যুদ্ধের অবসান সম্ভব তা চিন্তা করলে তবেই প্রকৃত শান্তি ব্যবস্থার জন্য গঠনমূলক কাজের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

২.১ পুরানো সুরক্ষার দর্শন: সামরিকবাদ এবং যুদ্ধের লোহার খাঁচা

গত শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধের ঐতিহ্যের কারণে আমরা সুরক্ষাকে শুধুমাত্র সামরিক শক্তির মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করায় আটকে গেছি। সামরিক সুরক্ষার এই দৃষ্টিভঙ্গি "শক্তির মাধ্যমে শান্তি"-র মতবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক পরিভাষায় সহজেই পরিমাপযোগ্য। ওয়ার রেজিস্টার্স লিগের (War Resisters League) নিবিড় গবেষণামূলক কাজ অনুসারে[2], মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল বাজেটের ব্যয়ের প্রায় ৫০% এরও বেশি সামরিক খাতে খরচ করা হয়। এই ছবিতে মানুষের মৌলিক চাহিদা এবং সামাজিক সেবা যেমন শিক্ষা অথবা খাদ্য সুরক্ষা পাওয়া যায় না।

যখন প্রাচীন বিশ্বে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র গঠন হতে শুরু হয়েছিল, তখন তারা একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যা আমরা সবেমাত্র সমাধান করা শুরু করেছি। যদি একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের গোষ্ঠী একটি সশস্ত্র, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ উন্মুখ রাষ্ট্রের সম্মুখীন হয়, তবে তাদের কাছে কেবল তিনটি বিকল্প থাকে: সমর্পণ করা, পালানো অথবা যুদ্ধ উন্মুখ রাষ্ট্রকে অনুকরণ করা এবং যুদ্ধে জয়ের আশা করা। এইভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামরিকীকরণ হয়েছে এবং মূলত তেমনই থেকে গেছে। মানবতা যুদ্ধের লোহার খাঁচার ভিতরে নিজেকে আটকে ফেলেছে। সংঘাতের সামরিকীকরণ করা হয়েছে। যুদ্ধ হল দলগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী এবং সংগঠিত লড়াই যাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ হতাহত হয়। যুদ্ধ সামরিকবাদ, সেনাবাহিনী, অস্ত্র, শিল্প, নীতি, পরিকল্পনা, প্রচার, পূর্ব-সংস্কার এবং এর জন্য যুক্তি

2 http://www.warresisters.org/pages/piechart.htm

উৎপাদন এবং পুনরুত্পাদন করে যার ফলে প্রাণঘাতী গোষ্ঠী সংঘাত কেবল সম্ভবই হয় নয়, তার সম্ভাবনাও তৈরি হয়।

যদিও স্থানীয় কিছু ঘটনার কারণে নির্দিষ্ট কিছু যুদ্ধ শুরু হয়, তবে সেগুলো কখনোই আপনা থেকে 'শুরু হয় না"। এগুলি আন্তর্জাতিক এবং নাগরিক সংঘাত পরিচালনার একটি সামাজিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফলাফল: যুদ্ধ ব্যবস্থা। যুদ্ধ ব্যবস্থার ভিত্তি এমন কয়েকটি আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ যা এত দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে যে সেগুলোর সত্যতা এবং প্রয়োজন নিয়ে কখনো প্রশ্ন তোলা হয় না, যদিও সেগুলো যে ভুল তা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

World BEYOND War যুদ্ধের সম্পর্কে সাধারণ কিছু ভ্রান্ত ধারণা এবং সেগুলো খণ্ডন করে এমন তথ্যের একটি তালিকা তৈরি করেছে।[3] যুদ্ধ সংক্রান্ত সাধারণ কিছু ভ্রান্ত ধারণার উদাহরণ:

- যুদ্ধ অনিবার্য; আমরা সবসময় যুদ্ধ করেছি আর সবসময় করব।
- যুদ্ধ “মানুষের স্বভাব।”
- যুদ্ধ প্রয়োজনীয়।
- যুদ্ধ উপকারী।
- পৃথিবী একটা "বিপজ্জনক জায়গা।"
- বিশ্ব একটি জিরো-সাম গেম (শূন্য-সমষ্টির খেলা অর্থাৎ আপনি কিছু পেলে আমি আর সেটা পেতে পারবো না ও তার বিপরীত এবং কেউ সর্বদা আধিপত্য বজায় রাখবে, "ওদের" চেয়ে আমরা রাখাই ভালো।")
- আমাদের “শত্রু” আছে।

যুদ্ধ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান এবং অস্ত্র প্রযুক্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি সমাজে গভীরভাবে স্থাপিত এবং এর বিভিন্ন অংশ একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাই এটা খুবই শক্তিশালী। উদাহরণস্বরূপ, অল্প সংখ্যক কিছু ধনী দেশ সারা বিশ্বে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের সিংহভাগ উৎপাদন করে এবং দরিদ্র দেশ অথবা গোষ্ঠীগুলিকে তারা যে অস্ত্র বিক্রি করেছে সেই অস্ত্রের মাধ্যমে সাধিত ক্ষয়ক্ষতির দোহাই দিয়ে নিজেরা যুদ্ধ করে। যুদ্ধ হল যুদ্ধ ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যন্ত সংগঠিত, অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা বাহিনীর পূর্বপরিকল্পিত আগ্রাসন যা সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যুদ্ধ অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাংস্কৃতিকভাবে চিরস্থায়ী জায়গা নিয়েছে, এমন একটা ঐতিহ্য যা পরিবারে বংশপরম্পরায় চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, খেলাধুলায় তার মহিমা কীর্তন করা হয়, তা নিয়ে গেমস এবং সিনেমা বানানো হয় এবং সংবাদমাধ্যম তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে। এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে কেউ এর বিকল্প সম্পর্কে জানতে পারে।

---

3 যুদ্ধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও তার স্বপক্ষে যুক্তি খণ্ডনের জন্য এখানে সেগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেয়া হয়েছে: https://worldbeyondwar.org/inevitable/

যদিও প্রায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের সমর্থন ছাড়াই যুদ্ধ শুরু অথবা অব্যাহত রাখা হয়, তবে এর মূলে রয়েছে নির্দিষ্ট, অপরিশীলিত মানসিকতা। সরকাররা নিজেদেরকে এবং জনসাধারণকে বোঝাতে সফল হয়েছে যে আগ্রাসনের ক্ষেত্রে মাত্র দুটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে: সমর্পণ কর অথবা লড়াই কর, "ওই দানবদের" দ্বারা শাসিত হও অথবা বোমা ফেলে তাদের পুরো ধ্বংস করে দাও (bomb them into the Stone Age)। আমরা যুদ্ধের তখনই অবসান করতে পারবো যখন আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করব, আগ্রাসনকারীর আচরণের কারণ জানার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব আর সর্বোপরি নিজেদের আচরণ পরীক্ষা করে দেখব যে সেটাই একটা কারণ কিনা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতোই, শুধুমাত্র উপসর্গের জন্য ওষুধ দিলে রোগ সারে না। অন্য কথায়, বন্দুক বের করার আগে আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। শান্তির ব্লুপ্রিন্টে এটা করা হয়।

২.২ আমাদেরকে আসলে কী সুরক্ষা দেয়?

সুরক্ষা, বিশেষত "জাতীয় সুরক্ষা" দুর্ভাগ্যবশত সামরিক শক্তি এবং বিশ্বের কাছে তার উপস্থাপনের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি নৈরাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুরক্ষার দর্শনকে এমন একটি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন যাতে মানবজাতি এবং আমাদের গ্রহের চাহিদা প্রতিফলিত হয়। সুরক্ষা নিয়ে সনাতন চিন্তাভাবনায় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জাতি রাষ্ট্র এবং ক্ষমতা প্রতিযোগিতার ওপর জোর দেয়া হয়। যদিও এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চিন্তাভাবনা আরও প্রসারিত করা দরকার, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য বিপুল পরিমাণে সরকারি রাজস্ব ব্যয় করা হয়।

২.২.১ মানব সুরক্ষা এবং সাধারণ সুরক্ষা

মানব সুরক্ষা এবং সাধারণ সুরক্ষা এমন বিকল্প কাঠামো যা পুরানো দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে। **মানব সুরক্ষা** হল মানুষ কেন্দ্রিক এবং এতে শারীরিক সুরক্ষার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ, মানুষের মর্যাদা ও মূল্যকে সম্মান করা, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়। টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশগত ন্যায্যতা এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানব সুরক্ষা অর্জন করা যায়।

যুদ্ধের লোহার খাঁচায় যেভাবে বিরোধের ব্যবস্থাপনা করা হয় তা স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ফল হয়। "সুরক্ষার উভয় সংকট" (security dilemma) হিসাবে পরিচিত তত্ত্বে রাষ্ট্রগুলি বিশ্বাস করে যে তারা কেবলমাত্র তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কম সুরক্ষিত করার মাধ্যমেই নিজেদের আরও বেশি সুরক্ষিত করতে পারে, যার ফলে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকে যার পরিণতি হল ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক সনাতন, পারমাণবিক, জৈবিক এবং রাসায়নিক অস্ত্র। একজনের প্রতিপক্ষের সুরক্ষাকে বিপদে ফেলা সুরক্ষা দেয়ার পরিবর্তে সশস্ত্র সন্দেহের দিকে পরিচালিত করে এবং এর ফলে যখনি যুদ্ধ শুরু হয় তা পৈশাচিকভাবে হিংস্র হয়। **সাধারণ সুরক্ষা** স্বীকৃতি দেয় যে একটি রাষ্ট্র তখনই সুরক্ষিত হতে পারে যখন সমস্ত রাষ্ট্র সুরক্ষিত থাকে। জাতীয় সুরক্ষার মডেল কেবলমাত্র পারস্পরিক নিরাপত্তাহীনতার দিকে পরিচালিত করে, বিশেষত এমন এক যুগে যখন জাতি রাষ্ট্রগুলির সীমানা অভেদ্য নয়। জাতীয় সার্বভৌমত্বের পিছনে মূল ধারণাটি ছিল একটি ভৌগোলিক এলাকার চারপাশে

একটি লাইন আঁকা এবং যা ঐ লাইন অতিক্রম করবে সেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা। আজকের প্রযুক্তিগত উন্নত বিশ্বে সেই ধারণা অচল হয়ে গেছে। রাষ্ট্র ধ্যানধারণা, অভিবাসী, অর্থনৈতিক শক্তি, রোগের জীবাণু, তথ্য, ক্ষেপণাস্ত্র অথবা ব্যাঙ্কিং সিস্টেম, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং স্টক এক্সচেঞ্জের মতো দুর্বল অবকাঠামোতে সাইবার-আক্রমণকে সীমানার বাইরে আটকে রাখতে পারে না। কোনও রাষ্ট্র এটা একা করতে পারে না। সুরক্ষার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা তখনই সম্ভব যদি তা বিশ্বব্যাপী হয়। সবচেয়ে ছোট গণ্ডিতে সাধারণ সুরক্ষার অর্থ হল: **যতক্ষণ না সবাই সুরক্ষিত হবে ততক্ষণ কেউই সুরক্ষিত না।**

৩.০ আমরা কেন মনে করি যে শান্তি ব্যবস্থা সম্ভব

যুদ্ধ অনিবার্য ভাবাই তাকে অনিবার্য করে; এটি একটি স্ব-পূরক ভবিষ্যদ্বাণী। যুদ্ধের অবসান সম্ভব তা চিন্তা করলে তবেই প্রকৃত শান্তি ব্যবস্থার জন্য গঠনমূলক কাজের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

৩.১ ইতিমধ্যে একটি বিকল্প ব্যবস্থার বিকাশ হচ্ছে

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রত্নতত্ত্ব এবং নৃবিজ্ঞানের প্রমাণ এখন ইঙ্গিত দেয় যে যুদ্ধ একটি সামাজিক আবিষ্কার যা প্রায় ১০,০০০ বছর আগে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র, দাসত্ব এবং পিতৃতন্ত্রের উত্থানের সাথে সাথে ঘটেছিল। আমরা যুদ্ধ করতে শিখেছি। তবুও, একশো হাজার বছরেরও আগেও মানুষ বড় আকারের হিংস্রতা ছাড়াই বেঁচে ছিল। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪,০০০ অব্দ থেকে কিছু মানব সমাজে যুদ্ধ ব্যবস্থা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৮১৬ সালে যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে কর্মরত প্রথম নাগরিক-ভিত্তিক সংস্থা তৈরির পর থেকে এক্ষেত্রে কিছু বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটেছে। আমরা শূন্য থেকে শুরু করছি না। বিংশ শতাব্দী ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তাক্ত হলেও এটি বেশিরভাগ মানুষকে অবাক করে দেবে যে এটা কাঠামোগত, মূল্যবোধ এবং কৌশলগুলির বিকাশের ক্ষেত্রেও দুর্দান্ত অগ্রগতির সময় ছিল যা অহিংস জনগণের শক্তি দ্বারা পরিচালিত আরও উন্নয়নের সাথে সাথে একটি বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এগুলো সেই হাজার হাজার বছরে ঘটা নজিরবিহীন বৈপ্লবিক বিকাশ যেখানে যুদ্ধ ব্যবস্থাই বিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র উপায়। বর্তমানে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থা রয়েছে — সম্ভবত ভ্রূণ অবস্থায়, কিন্তু তার বিকাশ ঘটছে। শান্তি বাস্তব।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আন্তর্জাতিক শান্তির আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বিকাশ লাভ করছিল। ফলস্বরূপ, ১৮৯৯ সালে ইতিহাসে প্রথমবার বৈশ্বিক স্তরে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল। সাধারণভাবে বিশ্ব আদালত (ওয়ার্ল্ড কোর্ট) হিসাবে পরিচিত, এই আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস) আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের বিচার করার জন্য স্থাপিত হয়েছে। এর পরে পরেই দ্রুত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করা হয় যার মধ্যে রয়েছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রথম বিশ্ব সংসদ - সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা দ্য লীগ অব নেশনস। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ (UN) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে (ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে দুটি পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল - ১৯৬৩ সালে আংশিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (পার্শিয়াল টেস্ট ব্যান ট্রিটি) এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে

(নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফেরেশন ট্রিটি) ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষর গ্রহণের সূচনা করা হয় এবং ১৯৭০ সালে তা কার্যকর করা হয়। সম্প্রতি, ১৯৯৬ সালে সর্বব্যাপী পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, ১৯৯৭ সালে ল্যান্ডমাইনস চুক্তি (অ্যান্টিপারসোনেল ল্যান্ডমাইনস কনভেনশন) এবং ২০১৪ সালে অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি গৃহীত হয়েছে। ল্যান্ডমাইনস চুক্তিটি অভূতপূর্বভাবে নাগরিক-কূটনীতির সাহায্যে আলোচিত হয়েছে যেখানে বিভিন্ন এনজিও সরকারের সাথে মিলিতভাবে এই চুক্তি নিয়ে আলাপআলোচনা ও তার খসড়া তৈরি করেছে যাতে অন্যরা তাতে স্বাক্ষর এবং অনুমোদন করতে পারে। নোবেল কমিটি ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু ব্যান ল্যান্ডমাইনসের (আইসিবিএল বা ICBL) এই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাকে "শান্তির জন্য কার্যকর নীতির প্রত্যয়জনক উদাহরণ" হিসাবে আখ্যা দিয়েছে এবং আইসিবিএল এবং তার সমন্বয়কারী জোডি উইলিয়ামসকে নোবেল শান্তি পুরষ্কার প্রদান করেছে। ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০২ সালে কার্যকর করা হয়। সাম্প্রতিক দশকে শিশু সৈন্যের ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনে সম্মতি দেয়া হয়েছে।

৩.২ অহিংসতা: শান্তির ভিত্তি

এই শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনগুলি বিকাশ লাভ করাকালীন, মহাত্মা গান্ধী এবং তারপরে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং অন্যরা সহিংসতা প্রতিরোধ করার একটি শক্তিশালী উপায় গড়ে তুলেছিল - অহিংসতার পদ্ধতি, যা এখন বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বহু সংঘাতে পরীক্ষা করে সফল হতে দেখা গেছে। অহিংস সংগ্রাম নিপীড়িত ও নিপীড়কদের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কে পরিবর্তন আনে।

অহিংসার পন্ডিত জিন শার্পের কনসেন্ট থিওরি অফ পাওয়ারে (ক্ষমতার অনুমোদন তত্ব) এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে সমস্ত সরকারী ক্ষমতার ভিত্তি হল সরকারের প্রতি অনুমোদন এবং সেই অনুমোদন যেকোনো সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে। আর সেটাই অহিংসতার প্রকৃত শক্তির ভিত্তি। যেমনটি আমরা দেখব, এটি বিরোধের পরিস্থিতিতে সামাজিক মানসিকতা পরিবর্তন করে এবং এভাবে নিপীড়কের অন্যায় ও শোষণ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ক্ষয় করে। এটি নিপীড়ক সরকারকে অসহায় করে তোলে এবং জনগণকে শাসন করা অসাধ্য করে তোলে। অহিংসতার সফল ব্যবহারের অনেক আধুনিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। জিন শার্প লিখেছেন: “এমন মানুষের ইতিহাসে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা এটা মেনে নেয়নি যে আপাত ‘কর্তৃপক্ষ' সর্বশক্তিমান এবং তারা শক্তিশালী শাসক, বিদেশী বিজেতা, দেশীয় স্বৈরাচারী শাসক, নিপীড়ক ব্যবস্থা, অস্বীকৃত এবং শক্তিশালী শাসক দ্বারা বাধিত, বিদেশি বিজয়ী, দেশীয় স্বৈরশাসক, নিপীড়নকারী ব্যবস্থা, দেশের মধ্যে ক্ষমতার জবরদখলকারী এবং অর্থনৈতিক কর্তাদের বিপক্ষে গেছে এবং তাদের প্রতিহত করেছে। সাধারণ ধারণার বিপরীতে, প্রতিবাদ, অসহযোগ এবং ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী আন্দোলনের মাধ্যমে সংগ্রামের এই পদ্ধতিগুলি বিশ্বের সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছে।"[4]

---

4 Sharp, G. (১৯৮০)। *Making the abolition of war a realistic goal.* Cambridge, MA: The Albert Einstein Institution. এখানে পাবেন: https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/MakingtheAbolitionofWaraRealisticGoal-English.pdf

এরিকা চেনোওয়েথ এবং মারিয়া স্টেফান পরিসংখ্যানগত ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ১৯০০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অহিংস প্রতিরোধ সশস্ত্র প্রতিরোধের তুলনায় দ্বিগুণ সফল হয়েছে এবং সেগুলির ফলস্বরূপ যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা আরও বেশি সুস্থিত এবং সেখানে পুনরায় নাগরিক ও আন্তর্জাতিক সহিংসতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা কম। সংক্ষেপে বললে, অহিংসতা যুদ্ধের চেয়ে বেশি কার্যকর।[5] আমরা এখন এটাও জানি যে যখন সারা বিশ্বে অহিংস আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে তখনই দেশগুলিতেও অহিংস আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে – অহিংসতা ছোঁয়াচে![6]

অহিংসতা একটি কার্যকর বিকল্প। এটি আমাদের ব্লুপ্রিন্টে বর্ণিত সমস্ত কৌশলকে ভিত্তি এবং আকার দেয়। অহিংস প্রতিরোধ আর তার সাথে শক্তিশালী শান্তির প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এখন আমরা যুদ্ধের লোহার খাঁচা থেকে মুক্তি পেতে পারি যেখানে আমরা ছয় হাজার বছর আগে নিজেদের আটক করেছিলাম।

৪.০ একটি বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা

কোনও একটিমাত্র কৌশলে যুদ্ধের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। কার্যকর হওয়ার জন্য সেগুলিকে স্তরবিন্যস্ত এবং পরস্পর সংযুক্ত হতে হবে। আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো যে, World BEYOND War নির্বাচনের জন্য আমাদের বিদ্যমান যুদ্ধ ব্যবস্থাটি ভেঙে ফেলতে হবে এবং বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে এবং/অথবা যেখানে সেটা ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে সেখানে তার আরও বিকাশ ঘটাতে হবে। মনে রাখবেন যে World BEYOND War একটি সার্বভৌম বিশ্ব সরকারের প্রস্তাব দিচ্ছে না, বরং স্বেচ্ছায় মেনে নেয়া হয় এমন প্রশাসনিক কাঠামোর একটি আন্তঃ-সংযুক্ত ব্যবস্থা বা জালের এবং সহিংসতা ও আধিপত্য থেকে সরে গিয়ে সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পরিবর্তনের প্রস্তাব দিচ্ছে।

৪.১ ব্যবস্থাগুলি কীভাবে কাজ করে

ব্যবস্থা হল সম্পর্কের জাল যাতে প্রতিটি অংশ মতামত ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য অংশগুলিকে প্রভাবিত করে। পয়েন্ট 'ক' কেবলমাত্র পয়েন্ট 'খ' কেই প্রভাবিত করে না, পয়েন্ট 'খ'-ও পয়েন্ট 'ক'-কে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং এইভাবে পয়েন্টগুলি সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধ ব্যবস্থা, সামরিক প্রতিষ্ঠান উচ্চ বিদ্যালয়ে জুনিয়র রিজার্ভ অফিসার্স ট্রেনিং কোরস (জেআরওটিসি) প্রোগ্রাম স্থাপনের জন্য শিক্ষাকে প্রভাবিত করবে; উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের কোর্সে যুদ্ধকে দেশপ্রেমিক, অপরিহার্য ও আদর্শিক হিসাবে উপস্থাপন করা হবে; গির্জা সেনাবাহিনীর

---

5 Chenoweth, E, & Stephan, M. (2011). *Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict*. New York, NY: Columbia University Press

6 "Contagious Nonviolence": http://communication.warpreventioninitiative.org/contagious-nonviolence/

জন্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের সদস্যরা সেই অস্ত্র শিল্পে কাজ করবে যাতে কংগ্রেস টাকা ঢেলেছে যাতে কর্মসংস্থান তৈরি করে পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা অস্ত্র উৎপাদন কোম্পানিতে নেতৃত্ব দেবেন এবং তাদের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠান পেন্টাগন তাদের কন্ট্র্যাক্ট দেবে এবং/অথবা যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে তথাকথিত মিডিয়া বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করবেন। একটি ব্যবস্থা গঠিত হয় আন্তঃ-সংযুক্ত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রযুক্তি এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান নিয়ে যার প্রতিটি একে অপরকে আরও শক্তিশালী করে। যদিও ব্যবস্থাগুলি সাধারণত দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থিতিশীল থাকে, যদি পর্যাপ্ত নেতিবাচক চাপ তৈরি হয়, তাহলে পদ্ধতিটি একটি চরম বিন্দুতে পৌঁছায় এবং তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে পারে।

৪.২ বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান

যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে বর্ণিত বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা তিনটি সাধারণ কৌশলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে: ১) সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ; ২) সহিংসতা ছাড়াই বিরোধের নিষ্পত্তি করা, এবং ৩) শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা।

সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ
এই উপাদানটিতে বর্তমান ব্যবস্থার বেসামরিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল এবং পদ্ধতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

সহিংসতা ছাড়াই বিরোধের নিষ্পত্তি করা
এতে আমরা সুরক্ষা বজায়ে রাখার জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির সম্ভাব্য সংস্কার খুঁজে দেখি - এবং যেখানে বর্তমান বিকল্পগুলি অকার্যকর বা অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়, আমরা বিকল্প সম্ভাবনার প্রস্তাব দিই। এগুলি সুরক্ষার জন্য অহিংস পদ্ধতি অনুসরণ করার অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম।

শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা
আরও বাঞ্ছনীয় বিশ্বব্যবস্থার উদ্দেশ্যে আমাদের কর্মকাণ্ড ও দর্শনকে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য আমাদের ব্যবস্থাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা, শান্তির মূল্যবোধ এবং নীতিগুলি চিহ্নিত করা এবং সেগুলি প্রতিষ্ঠা করার ওপরেও নির্ভর করে। এই নীতিগুলি বর্তমান এবং বিকল্প পদ্ধতি ও প্রস্তাবগুলির বৈধতা নির্ধারণের সূচক হিসাবেও কাজ করে।

এই উপাদানগুলির বিকাশ ক্রমানুসারে অথবা পৃথকভাবে করা অপরিহার্য নয় - কারণ একটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনিবার্যভাবে অন্য ক্ষেত্রগুলিকে প্রভাবিত করবে। এই প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে আমাদের কৌশলকেও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এটি মনে রাখা উচিত যে, অনেকগুলি পদ্ধতিই একাধিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে - তাদের বর্তমান অবস্থান আমাদের মতে তাদের সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং ব্যবহারিক আন্তঃসম্পর্ককে প্রতিফলিত করে।

বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ			
উপাদান	**সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ**	**সহিংসতা ছাড়াই বিরোধের নিষ্পত্তি করা**	**শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা**
প্রাথমিক কাজ (গুলি)	1. **সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ করা।** 2. **বিকল্প নিরাপত্তার কাঠামো এবং বিকল্প চিন্তাভাবনা স্থাপন করা যা নতুন ব্যবস্থাকে আকার দেবে**	1. **আন্তর্জাতিক ও নাগরিক দ্বন্দ্ব পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংস্কার করা**	1. **দর্শনকে দিকনির্দেশনা দেয়া এবং সুরক্ষার বিকল্প পদ্ধতির মূল্যায়ন করতে আদর্শ কাঠামো, মূল্যবোধ এবং নীতি প্রতিষ্ঠা করা** 2. **শান্তির সংস্কৃতির জন্য পরিচালনানীতি প্রতিষ্ঠা করা**
উপ-উপাদান, পদ্ধতি এবং পদক্ষেপ	• **অহিংস মানদণ্ড ও সামরিক হস্তক্ষেপের বিকল্প বিকল্পগুলি সনাক্ত / প্রতিষ্ঠা করা** ○ প্রতিরক্ষাকে একটি অ-উস্কানিমূলক অবস্থানে পরিবর্তিত করা ○ বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা ○ সামরিক জোট ভেঙে দেয়া ○ আগ্রাসন এবং দখলদারির অবসান করা • **নিরস্ত্রীকরণ** ○ গতানুগতিক অস্ত্র (হ্রাস/বিলোপ) ○ অস্ত্র বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা ○ ড্রোনের ব্যবহারের অবসান ঘটানো ○ গণবিধ্বংসী অস্ত্র বিলুপ্ত করা (পারমাণবিক, রাসায়নিক, জৈবিক) ○ মহাকাশে অস্ত্র নিষিদ্ধ করা • **একটি শান্তির অর্থব্যবস্থা তৈরি করা** ○ সামরিক ব্যয়কে সুসমঞ্জস করা (অর্থনৈতিক রূপান্তর) ○ যুদ্ধ প্রতিরোধের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা ○ একটি স্থিতিশীল, ন্যায্য এবং টেকসই বৈশ্বিক অর্থনীতি তৈরি করা ○ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক করা ○ পরিবেশগতভাবে টেকসই বৈশ্বিক ত্রাণ পরিকল্পনা তৈরি করা	• **সুরক্ষার ক্ষেত্রে আগে থেকে সক্রিয় পদ্ধতি অনুসরণ করা** • **আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক জোটকে শক্তিশালী করা** • **জাতিসংঘে সংস্কার সাধন করা** ○ সনদের সংস্কার সাধন করা ○ সাধারণ পরিষদে সংস্কার সাধন করা ○ নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কার সাধন করা ○ পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করা ○ দ্বন্দ্বের পূর্বাভাস ও দ্রুত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা* ○ আগে থেকে সক্রিয় মধ্যস্থতাকারী দল প্রতিষ্ঠা করা* ○ স্থানীয় আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া ○ শান্তিরক্ষা অপারেশনে সংস্কার সাধন করা* • **আন্তর্জাতিক আইন** ○ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতকে শক্তিশালী করা ○ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে শক্তিশালী করা ○ বিদ্যমান চুক্তিগুলি মেনে চলতে উত্সাহিত করা ○ নতুন চুক্তি তৈরি করা* ○ সত্য ও সমঝোতা	• **শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলা** ○ নতুন গল্প বলা ○ পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেয়া • **গ্রহের/বৈশ্বিক নাগরিকতায় উৎসাহ দেয়া** • **শান্তি শিক্ষা এবং শান্তি গবেষণার প্রসার ঘটানো এবং তার অর্থায়ন করা** • **শান্তির সাংবাদিকতার বিকাশ সাধন করা** • **ধর্মকে শান্তি প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগান**

	• **সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার পদ্ধতি সংশোধন করা** • **শান্তি ও সুরক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করা**	কমিশন প্রতিষ্ঠা করা • **অহিংস হস্তক্ষেপে সহায়তা করা: বেসামরিক শান্তিরক্ষী বাহিনীকে কাজে লাগানো*** • **একটি অহিংস, নাগরিক ভিত্তিক প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করা*** • **হিউমেন গ্লোবাল গভর্নেন্সের (মানবিক বৈশ্বিক প্রশাসন) বিকল্প পদ্ধতি অন্বেষণ করা** ○ মানবিক বৈশ্বিক প্রশাসন নীতি প্রতিষ্ঠা করা/ বিকল্প মডেল অন্বেষণ করা ○ আর্থ ফেডারেশন এবং আর্থ কন্সটিটিউশন ○ গ্লোবাল ইমারজেন্সি* অ্যাসেম্বলি* (বৈশ্বিক জরুরি পরিষদ) • **বৈশ্বিক সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলির ভূমিকা চিহ্নিত / বৃদ্ধি করা**	

৫.০ সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ

আমাদের সুরক্ষার বেসামরিকীকরণের পদ্ধতির জন্য আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে যে কী আমাদের সুরক্ষিত করে এবং সামরিক পদ্ধতির উপর আমাদের নির্ভরতা কমাতে হবে। আমরা সুরক্ষার উপায় হিসাবে সামরিক হস্তক্ষেপের উপর নির্ভর করা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় কৌশলের পরামর্শ দিয়েছি। এই কৌশলগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্তর্বর্তীকালীন: প্রতিরক্ষাকে একটি অ-উস্কানিমূলক অবস্থানে পরিবর্তিত করা, আমাদের বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা, সামরিক জোট ভেঙে দেয়া, এবং আগ্রাসন ও দখলদারির অবসান ঘটানো। নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা এই ব্যবস্থার উপাদানগুলির মেরুদণ্ড- সুতরাং আমরা সার্বিক এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের (জিসিডি) সহায়ক বিভিন্ন যুক্তি এবং কৌশলগুলির রূপরেখা প্রদান করেছি। এখানে গতানুগতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র, গণ বিধ্বংসী অস্ত্র, মহাকাশে অস্ত্র, ড্রোন এবং অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাটি যেহেতু সামরিক-শিল্প-শিল্প-কর্পোরেট-একাডেমিক কমপ্লেক্সে এত গভীরভাবে নিবদ্ধ, তাই আমরা একটি শান্তির অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সমস্যার সমাধান নিয়েও আলোচনা করেছি। এখানে আমরা অর্থনৈতিক রূপান্তর; একটি স্থিতিশীল, ন্যায্য এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনীতি তৈরি করা; এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি গণতান্ত্রিকীকরণের কৌশল চিহ্নিত করেছি। আমাদের ব্যবস্থা সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলায় আরও কার্যকর অহিংস, বেসামরিক পদ্ধতি অবলম্বনেও সহায়তা করে। পরিশেষে, আমরা শান্তি ও সুরক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল তুলে ধরে এই বিভাগটি শেষ করেছি।

৫.১ কৌশলগত নীতি এবং কর্ম প্রস্তাবনা

অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবনা:

- সমস্ত দেশগুলি যাতে অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয় তার পক্ষে প্রচার করুন যার জন্য অবিলম্বে বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা; সামরিক জোট ভেঙে দেওয়া; এবং সমস্ত আগ্রাসন এবং দখলদারির অবসান ঘটানো প্রয়োজন।
- সব দেশের বিদ্যমান নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে মেনে চলায় উৎসাহ দেয়া উচিৎ।
- যুদ্ধে বিলগ্নীকরণের প্রচারণায় ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।

রূপান্তরমূলক প্রস্তাবনা:

- সার্বিক এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ নিতে তাকে ভবিষ্যৎের সমস্ত নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি এবং সমঝোতার একটি মৌলিক আবশ্যকতা করে তুলতে হবে।
- সামরিক অর্থনীতি থেকে শান্তির অনুকূল, টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য অর্থনৈতিক রূপান্তরের সর্বাঙ্গীণ কৌশল তৈরি করতে হবে।

- সমস্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তুসংস্থান এবং পরিবেশগত সুরক্ষার উদ্বেগগুলি সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করা নিশ্চিত করতে হবে (স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রয়োজন)।
- আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিকীকরণ করুন।
- সমস্ত সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপটি অহিংস এবং আইনের শাসন অনুযায়ী নিতে হবে (সেটা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদ হোক বা নীচের স্তর থেকে সন্ত্রাসবাদ হোক)।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ১৩২৫ এবং ১৮২০ অনুযায়ী শান্তি ও সুরক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় মহিলাদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণকে আরও বাড়াতে হবে।

৬.০ সহিংসতা ছাড়াই বিরোধের নিষ্পত্তি করা

আমাদের বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার এই উপাদানটি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এবং অহিংস পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। এখানে আমাদের কৌশলে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার এবং নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে আমরা জাতিসংঘ ব্যবস্থার নিহিত দুর্বলতাগুলিকে স্বীকার করেছি, বিশেষত এর যৌথ সুরক্ষার উপর জোর দেয়া এবং জাতীয় স্বার্থকে কাটিয়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতা। এই প্রচণ্ড কঠিন, অপরিহার্যভাবে চুক্তিভঙ্গকারী প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, জাতিসংঘই বর্তমানে আমাদের বৈশ্বিক প্রশাসনের প্রাথমিক রূপ। একই সাথে, জাতিসংঘের অনেকগুলি কাজ আশা জোগায়, বিশেষত যে সংস্থাগুলি সুরক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাইরে অন্যান্য কাজ করছে। তাই, আমাদের কৌশলে জাতিসংঘের সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড আরও শক্তিশালী করতে বিভিন্ন সংস্কারের ব্যাপারে সতর্কভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন আমাদের ব্যবস্থায় আরেকটি মূল কাজ করে। অরাজক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে প্রয়োগ করা তেমনভাবে সম্ভব না হলেও, আন্তর্জাতিক আইন বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির একটি অহিংস পন্থা বা টুল। আন্তর্জাতিক আইন আরও শক্তিশালী করার জন্য, আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) উন্নত করতে কিছু সংস্কারের প্রস্তাব দিই; বিদ্যমান চুক্তিগুলি কার্যকর করার জন্য এবং নতুন চুক্তি তৈরি করার সম্ভাবনা খুঁজে দেখি; এবং সত্য ও সমঝোতা কমিশন এবং অন্যান্য বিকল্প বিচার/ শান্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি স্থাপনের প্রস্তাব দিই। আমরা জাতিরাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থার কার্যকরতার সীমাবদ্ধতাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করি এবং আমাদের সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশগ্রহণের কৌশলগুলি চিহ্নিত করি। বেশ কয়েকটি বেসামরিক শান্তিরক্ষা বাহিনী বিশ্বজুড়ে সহিংস সংঘর্ষপূর্ণ এলাকায় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা জিন শার্প (Gene Sharp) যে বেসামরিক নাগরিক-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা বাহিনী (সিবিডি) প্রতিষ্ঠার ধারণা দিয়েছেন তার সম্ভাবনাও বিবেচনা করি। সিবিডি হল একটি সাহসী, অহিংস বিকল্প যা সেই দেশে আগ্রাসনে নিরুৎসাহিত করে। এটি সুরক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে এবং এজন্য প্রতিরোধের কৌশলগত অহিংস পদ্ধতিতে সমস্ত নাগরিককে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন হয়। পরিশেষে, আমরা বৈশ্বিক প্রশাসনের বর্তমান পদ্ধতির কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দিই

এবং নাগরিকদের সেই প্রয়োজনীয় নীতি এবং কার্যাদি বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই যা একটি আরও বাঞ্ছনীয়, শান্তিপূর্ণ, বিশ্বব্যবস্থার দিকে পরিচালিত করে।

৬.১ কৌশলগত নীতি এবং কর্ম প্রস্তাবনা

- জাতিসংঘের সংস্কারগুলির আরও অধ্যয়নের দাবি জানানো প্রয়োজন যা সম্মিলিত থেকে সাধারণ সুরক্ষায় আমূল রূপান্তরে সহায়তা করবে।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন এবং স্থায়ী সদস্য ভেটোতে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
- বিরোধের পূর্বাভাস এবং নিষ্পত্তির জন্য আরও উন্নত সরঞ্জাম তৈরি করতে হবে।
- দ্রুত সাড়া দানকারী শান্তিরক্ষা ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা দল গঠন করতে হবে।
- বর্তমান সেনা তহবিলের যথাপরিমানে জাতিসংঘের তহবিল বৃদ্ধি করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগসাধ্যতা শক্তিশালী করতে হবে এবং তার অনুবর্তিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- শান্তি ও সুরক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণে বিশ্ব নাগরিক সমাজের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বেসামরিক নাগরিক-ভিত্তিক প্রতিরক্ষার (সিবিডি) জন্য অধ্যয়ন, বাস্তবায়নযোগ্যতার মূল্যায়ন, মডেল তৈরি করা এবং ব্যাপক হারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- মানবিক বৈশ্বিক প্রশাসনের জন্য নতুন প্রস্তাব অনুসন্ধান ও মডেল করা প্রয়োজন।

৭.০ শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা

জাতিসংঘের শান্তির সংস্কৃতি সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচির অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে "শান্তির সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের অগ্রগতি মূল্যবোধ, মনোভাব, আচরণের পদ্ধতি এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে শান্তির প্রচারের জন্য অনুকূল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে আসে।" এগুলি হল সেই অপরিহার্য উপকরণ যা আমাদের ব্যবস্থার এই উপাদানটির লক্ষ্য। শান্তির সংস্কৃতি আমাদের পছন্দের এবং আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বের দর্শন ও পরিচালনানীতিগুলি প্রতিষ্ঠায়ও সহায়তা করে। আমাদের নিয়োজিত আন্দোলনে সহজেই আমাদের সম্পূর্ণ শক্তি আমরা যার বিরোধিতা করি তার প্রতিরোধে পরিচালিত হতে পারে; এর ফলে বিকল্পগুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার এবং তা সৃজন করার শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। সাধারণ সুরক্ষা, মানব সুরক্ষা, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং অহিংসতাসহ পূর্বে আলোচিত কাঠামোগুলি এই বইটি জুড়ে বর্ণিত বিকল্প পদ্ধতি এবং কৌশলগুলি মূল্যায়নের জন্য নৈতিক ও আদর্শিক মানদণ্ড গঠন করে। এই বিভাগে, আমরা "নতুন গল্প" এবং উদীয়মান শান্তিপূর্ণ বিবর্তন সনাক্ত করতে শুরু করেছি। এই ইতিবাচক প্রবণতাগুলি আমাদের আশা এবং অনুপ্রেরণা দেয় যে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন সত্যই সম্ভব। গ্রহ নাগরিকত্বের সমর্থনে শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা আমাদের সকলের এই গ্রহে আন্তঃসংযোগ এবং পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তি স্থাপন করে। প্রথাগত এবং অপ্রথাগত শান্তি শিক্ষা এবং শান্তি গবেষণা আমাদের শান্তি ব্যবস্থার "সফটওয়্যার" লেখার

প্রাথমিক সরঞ্জাম। এই বিভাগে আমরা দায়িত্বশীল শান্তির সাংবাদিকতার সাথে পরিচয় করিয়েছি এবং তার পক্ষে প্রচার করেছি; এই ধরনের সংবাদ প্রতিবেদনে সক্রিয়ভাবে বিরোধের মূল কারণগুলিকে আলোকিত করার উপর জোর দেয়া হয়, বিরোধকে তার জটিলতার নিরিখে বর্ণনা করা হয় এবং সেই শান্তির প্রচেষ্টার প্রচার করা হয় যা সাধারণত মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলি উপেক্ষা করে। পরিশেষে, আমরা ধর্মকে সহিংসতার কারণ হিসেবে না দেখে - শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সরঞ্জাম হিসাবে ধর্মের ভূমিকা এবং সম্ভাবনাগুলি পরীক্ষা করি।

৭. ১ কৌশলগত নীতি এবং কর্ম প্রস্তাবনা

- জাতিসংঘের শান্তির সংস্কৃতি সম্পর্কিত ঘোষণা এবং কর্মসূচির নীতিগুলি অর্জনে সহায়তাকারী স্থানীয়, রাষ্ট্র এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে।
- গ্রহের নাগরিকত্ব অনুধাবনে উৎসাহ দিতে পাঠ্যক্রম রচনায় সহায়তা করতে হবে।
- শান্তি গবেষণার জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে হবে।
- সকল প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সার্বজনীন শান্তি শিক্ষার পক্ষে প্রচার করতে হবে।
- শান্তি সাংবাদিকতার প্রচারকারী দায়িত্বশীল মিডিয়া প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে হবে।
- "নতুন গল্প" যা আত্মপ্রকাশ করছে তার সম্পর্কে প্রচার করতে হবে।
- ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত শান্তিগঠন এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করুন।

৮.০ রূপান্তর তরান্বিত করুন: WORLD BEYOND WAR আন্দোলন গড়ে তোলা

আমরা বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে যা উল্লেখ করেছি তা শুধুমাত্র একটা ধারণা নয়; এটি World BEYOND War এর ভিত্তি স্থাপন করে যা স্বেচ্ছাসেবক, অ্যাক্টিভিস্ট এবং মিত্র সংগঠনগুলির একটি বিশ্বব্যাপী তৃণমূল নেটওয়ার্ক যা যুদ্ধের বিলোপ এবং ন্যায্য ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করে। আমরা শান্তির শিক্ষা এবং অহিংস প্রত্যক্ষ পদক্ষেপের দ্বি-কৌশলীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে যুদ্ধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করি, এর বিকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতন করি এবং কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পক্ষে প্রচার করি। আমাদের আন্দোলনের শক্তি সারা বিশ্বের বৈচিত্র্যময় মানুষের একটিমাত্র উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে আমাদের সমর্থন করার ওপর নির্ভর করে: শান্তি। সেই লক্ষ্যে, ১৭০টিরও বেশি দেশের ৫০০ টির বেশি সংস্থা এবং ৭৫,০০০ ব্যক্তি World BEYOND War এর সাথে অহিংসতার জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের শান্তি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছে। সারা বিশ্বে World BEYOND War এর স্থানীয় শাখা এবং সহযোগী গ্রুপগুলির সমন্বয়ে গঠিত, আমাদের বিকেন্দ্রীভূত, স্বেচ্ছাসেবী-পরিচালিত কাঠামো এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং তৃনমূল স্তর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

World BEYOND War শান্তির ঘোষণাপত্র

আমি বুঝতে পেরেছি যে যুদ্ধ এবং সামরিকবাদ আমাদের রক্ষা করার পরিবর্তে আমাদের নিরাপত্তা আরও কমিয়ে দেয়, প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু এবং নবজাতকদের হতাহত করে এবং চরম মানসিক আঘাত হানে, প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে, নাগরিক স্বাধীনতা ক্ষয় করে এবং গঠনমূলক কার্যকলাপের থেকে সংস্থান নিঃশেষিত করে আমাদের অর্থনীতি ধ্বস্ত করে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে সমস্ত যুদ্ধ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির অবসান ঘটাতে এবং টেকসই ও ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস প্রচেষ্টায় যোগ দেব এবং তাকে সমর্থন করব।

শান্তির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে এখানে যান www.worldbeyondwar.org/individual

যুদ্ধ বিলোপের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, আমাদের কাজ যুদ্ধের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে, যা অতীতের মডেলগুলি থেকে আলাদা কারণ সেগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অস্ত্র বা একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধের বিরোধিতা করে এই কারণে যে সেটি ঠিকমত পরিচালনা করা হচ্ছে না বা অন্যান্য যুদ্ধের মতো যথাযথ নয়।

৮.১ জোট-গঠন

আমাদের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বহুপাক্ষিক জোট-গঠন বা "সম্মিলিত সংগঠন" (ফিউশন অর্গানাইজিং) কে প্রাধান্য দেয়। এর জন্য তাদের সাথে বহু-বিভাগীয় সহযোগিতা গড়ে তোলা জরুরি যাদের সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সের ব্যাপক সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের কারণে তার বিরোধিতা করা উচিৎ, এরা হলেন: পরিবেশবিদ, বিশ্বাস ভিত্তিক গোষ্ঠী (faith community), ন্যায়বিদ, জনস্বাস্থ্য আইনজীবী, মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদার, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ, শ্রমিক ইউনিয়ন, নাগরিক উদারপন্থী, আন্তর্জাতিকতাবাদী ও বিশ্ব ভ্রমণকারী এবং ভাল সরকারী গোষ্ঠী। সেই সাথে, যুদ্ধের জন্য ধার্য ডলার অন্য খাতে বরাদ্দ করা হলে যে কর্মসূচিগুলির অর্থায়ন করা সম্ভব হবে সেই কর্মসূচীর প্রবক্তাদের অংশীদার করার সুযোগ রয়েছে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, শিল্প, বিজ্ঞান, পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তি এবং অবকাঠামোগত সংস্কারের অ্যাডভোকেটগণ। এই বিস্তৃত জোটবদ্ধ কাজের উদ্দেশ্য হল "একক সমস্যার কুঠুরিতে" তে কর্মরত অ্যাক্টিভিস্ট চক্রের একটি সাধারণ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা। এজিএসএস এমন একটি একীভূত ভাষা সরবরাহ করে যা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন সংগঠন তাদের সাংগঠনিক বা আন্দোলনের পরিচয় না হারিয়েই গ্রহণ করতে পারে।

৮.২ শান্তি শিক্ষা কার্যক্রম

পরিবর্তন সাধনের জন্য আমাদের দ্বি-কৌশলীয় পদ্ধতির একটি কৌশল হল শান্তি শিক্ষা। শিক্ষা বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার এক অপরিহার্য উপাদান এবং আমাদের সেখানে পৌঁছনোর একটি

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। আমাদের কর্মসূচী যুদ্ধের বিলোপের *ব্যাপারে* এবং *তার উদ্দেশ্যে*, উভয়ের জন্যেই শিক্ষাদান করে। World BEYOND War অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণের জন্য অসংখ্য সরঞ্জাম এবং সংস্থান সরবরাহ করে। আমাদের শিক্ষামূলক সংস্থানগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে যুদ্ধ বিলোপের সমর্থনে জনমত গড়ে তুলতে সেগুলো ব্যাপক হারে বিতরণ করা যায়। সেই লক্ষ্যে আমরা World BEYOND War বইয়ের ক্লাব, আলোচনার দল, ফিল্ম সিরিজ এবং অতিথি বক্তার ভাষণসভা সংগঠিত করতে আমাদের বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে কাজ করি। আমাদের ওয়েবসাইট WorldBeyondWar.org যুদ্ধ বিলোপ আন্দোলনের জন্য একটি বিনামূল্যে উপলব্ধ তথ্য কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। যুদ্ধ বিলোপ হতে পারে, করা উচিত এবং সেটা করা জরুরি তার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে মানুষকে সহায়তা করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে সামরিকতার মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফিক্স, আলোচনারা বিষয়, নিবন্ধ এবং ভিডিও রয়েছে। সেই সাথে আমরা অনলাইন কোর্সও সরবরাহ করি যেমন একটি বিনামূল্যে শিক্ষামূলক ওয়েবিনার সিরিজ, একটি স্পিকার ব্যুরো এবং এজিএসএস-এর সাথে একটি বিনামূল্যে অনলাইন শিক্ষণ ও আলোচনার গাইড "Study War No More"। আমাদের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার একটি অংশ হল আমাদের বিশ্বব্যাপী বিলবোর্ড প্রকল্প। মূলত স্বল্প অর্থ দাতাদের অর্থায়নে আমরা রাস্তার পাশে বিলবোর্ড, বাস স্টপে পোস্টার এবং মেট্রো রেলে বিজ্ঞাপন লাগাই যা জনসমক্ষে যুদ্ধ বিলোপের বার্তা প্রচার করে।

৮.৩ অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী

আমাদের কৌশলগত যুদ্ধ বিলোপের আন্দোলনকে স্বল্পমেয়াদী এবং অন্তর্বর্তীকালীন প্রচারণার লক্ষ্যে ভাগ করা হয়েছে, যেগুলি যুদ্ধ ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনের পথে আংশিক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়। এই লক্ষ্যগুলি অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচীর মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে অস্ত্রে বিলগ্নীকরণ, পাল্টা-নিয়োগ, ঘাঁটি বন্ধ করা এবং বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার। এই কর্মসূচিগুলি আমাদের শান্তি শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিচালিত হয় এবং নীতি পরিবর্তনের এবং শিক্ষা ও সচেতনতা গড়ে তোলা অব্যাহত রাখা, উভয়ের সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করে। World BEYOND War শিক্ষামূলক কর্মসূচীর উপকরণের হাব, প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং প্রচারণায় সহায়ক হিসাবে সারা বিশ্বে শান্তির পক্ষে পরিকল্পনা, তার প্রচার ও প্রসারের জন্য অ্যাক্টিভিস্ট, স্বেচ্ছাসেবক এবং মিত্র দলগুলির সহযোগী হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে পরিচালিত কর্মসূচীর তালিকা দেখতে অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইটে যান।

৯.০ উপসংহার

যুদ্ধ সবসময়েই একটা ঐচ্ছিক বিকল্প, এবং খারাপ বিকল্প। এটা এমন একটা ঐচ্ছিক বিকল্প যা আরও যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। এটা আমাদের জিনে বা আমাদের মানব প্রকৃতিতে প্রোথিত নেই। দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নয়। অহিংস পদক্ষেপ আরও বেশি কার্যকর বিকল্প, কারণ এটি বিরোধ প্রশমিত করে এবং নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করে। তবে অহিংসতার বিকল্প বেছে নেয়ার জন্য বিরোধের সূত্রপাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। একে অবশ্যই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে: সংঘাতের পূর্বাভাস, মধ্যস্থতা, বিচার এবং শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে। একে জ্ঞান, ধারণা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের আকারে শিক্ষার

অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে - সংক্ষেপে- শান্তির সংস্কৃতি। মানব সমাজ সচেতনভাবে যুদ্ধের মোকাবেলা করার জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত থাকে এবং তাই নিরাপত্তাহীনতা স্থায়ী হয়ে যায়। কেন মানুষ এই পথে চলতে থাকবে? এমনকি বিরোধের পূর্বে তা প্রতিরোধ করা বিরোধ পরবর্তী সহিংসতা থেকে সুরক্ষা দেয়ার চেয়ে বেশি কার্যকর এবং কম ব্যয়বহুল। অন্য কথায়, যুদ্ধ প্রতিরোধ করা যুদ্ধের পরে পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের চেয়ে কম ব্যয়বহুল। এবং এমনকি তাতে মানুষের দুর্দশা এবং ট্রমার ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যা এড়ানো সম্ভব।

কিছু শক্তিশালী দল যুদ্ধ এবং সহিংসতার থেকে লাভবান হয়। তবে, বেশিরভাগ মানুষ World BEYOND War থেকে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হবে।

শান্তি বিরাজ করার জন্য আমাদেরও সমানভাবে আগে থেকে আরও ভাল বিকল্পের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনি যদি শান্তি চান, শান্তির জন্য প্রস্তুতি নিন।

চার্টের অনুবাদ

১. সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ

১.১ অহিংস মানদণ্ড / সামরিক হস্তক্ষেপের বিকল্প

প্রতিরক্ষাকে একটি অ-উস্কানিমূলক অবস্থানে পরিবর্তিত করা
বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা
সামরিক জোট ভেঙে দেয়া
আগ্রাসন এবং দখলদারির অবসান করা

১.২ সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার পদ্ধতি সংশোধন করা

১.৩ একটি শান্তির অর্থব্যবস্থা তৈরি করা

সামরিক ব্যয়কে সুসমঞ্জস করা

যুদ্ধ প্রতিরোধের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা
একটি স্থিতিশীল, ন্যায্য এবং টেকসই বৈশ্বিক অর্থনীতি তৈরি করা
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক করা
পরিবেশগতভাবে টেকসই বৈশ্বিক ত্রাণ পরিকল্পনা তৈরি করা

১.৪ মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করা

১.৫ নিরস্ত্রীকরণ

প্রচলিত অস্ত্র হ্রাস / বিলোপ করা
অস্ত্র বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা
ড্রোনের ব্যবহারের অবসান ঘটানো
গণবিধ্বংসী অস্ত্র (WMDs) এর ব্যবহার হ্রাস / অবসান করা
মহাকাশে অস্ত্র নিষিদ্ধ করা

২. সহিংসতা ছাড়াই বিরোধের নিষ্পত্তি করা

২.১ জাতিসংঘে সংস্কার সাধন করা

সনদের সংস্কার সাধন করা
সাধারণ পরিষদে সংস্কার সাধন করা
নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কার সাধন করা
পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করা
দ্বন্দ্বের পূর্বাভাস / দ্রুত বিরোধের নিষ্পত্তি
আগে থেকে সক্রিয় মধ্যস্থতাকারী দল
স্থানীয় আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া
শান্তিরক্ষা অপারেশনে সংস্কার সাধন করা

২.২ বৈশ্বিক সুশীল সমাজ / এনজিও

বেসামরিক শান্তিরক্ষা বাহিনী

বেসামরিক নাগরিক-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা

২.৩ আগে থেকে সক্রিয় সুরক্ষা নীতিতে পরিবর্তিত করা

২.৪ আন্তর্জাতিক আইন

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতকে শক্তিশালী করা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে শক্তিশালী করা
চুক্তি মেনে চলতে উৎসাহিত করা
নতুন চুক্তি তৈরি করা
সত্য ও সমঝোতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা

২.৫ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং জোটকে শক্তিশালী করা

২.৬ বৈশ্বিক প্রশাসন

বৈশ্বিক প্রশাসনের নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা
আর্থ ফেডারেশন / কন্সটিটিউশন
গ্লোবাল ইমারজেন্সি অ্যাসেম্বলি (বৈশ্বিক জরুরি পরিষদ)

৩. শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা

৩.১ ধর্মীয় শান্তিপ্রতিষ্ঠা

৩.২ শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা

নতুন গল্প বলা
পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেয়া
গ্রহ / বৈশ্বিক নাগরিকত্ব

৩.৩ শান্তি গবেষণা

৩.৪ শান্তির শিক্ষা

৩.৫ শান্তির সাংবাদিকতা